আসসালামু আলাইকুম।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,
কটিয়াদি উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ,
বিভিন্ন পর্যায়ের জন-প্রতিনিধিবৃন্দ,
উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ,
প্রাজ্ঞ সাংবাদিকবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,
কটিয়াদি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং
সম্মানিত সুধীমন্ডলী

কটিয়াদি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছরপূর্তিতে হিরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বক্তব্যের শুরুতে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল বীর শহীদকে, যাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এ এলাকার গুরুজনদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি, যাঁদের অপত্য স্নেহে ও আশীর্বাদে আমি বড় হয়েছি। আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছে। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন।

সম্মানিত এলাকাবাসী,

আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়ে আমার অনেক কথা, অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। আমি হাওরের সন্তান। হাওরের নিকট আমার অনেক ঋণ। জীবনের একটা বড় অংশ আমার কেটেছে এ এলাকার জনগণের সাথে। আমার রাজনীতিতে কিশোরগঞ্জের মাটি আর মানুষই ছিল সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। আপনাদের দোয়া ও আশীর্বাদই চলার পথে আমাকে সাহস যুগিয়েছে। তাই সুখে-দুঃখে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। বঙ্গভবনে অবস্থান করলেও কিশোরগঞ্জের আলো-বাতাস ও এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি আমাকে আলোড়িত করে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

আমরা এখন স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যেমে আমরা অর্জন করি এ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা তখনই পূর্ণতা পায় যখন দেশের প্রতিটি মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারে। তাইতো স্বাধীন দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “নেতা হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকুরি বা কাজ না পায়, তা হলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে-পূর্ণ হবে না। ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করবো, ইনশাল্লাহ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা কেমন বাংলাদেশ চাই তা সকলকে ভাবতে হবে।

সরকার ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ এ সময়ে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে রূপকল্প বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো। উন্নয়নকে সার্বজনীন রূপ দেয়া। অর্থাৎ উন্নয়নের সুফল যাতে ধর্ম-বর্ণ ও ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্র উন্নয়নকে বেগবান করে। আর গণতন্ত্রহীনতা অপশাসন ও দুর্নীতিকে বিস্তৃত করে। এতে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলেই উন্নয়ন হবে সার্বজনীন এবং জনগণ এর সুফল পাবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি জনগণের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। কারণ জনগণই তাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাই নির্বাচনের সময় যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে হবে। Money, Muscle ও Power যাতে নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করতে না পারে সে-লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ও সজাগ থাকতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে এবং স্বাধীনতা ও দেশ বিরোধী যে কোন চক্রান্ত মোকাবেলায় আপনাদের ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। শোলাকিয়ার ঈদের জামাত কিশোরগঞ্জের গর্ব। সারা দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মুসুল্লিরা এ জামাতে অংশ নেন। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী ও জঙ্গীবাদী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করেছে। তাই কোন জঙ্গীবাদী বা সন্ত্রাসী যাতে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করতে না পারে সে লক্ষ্যে রাজনৈতিক মত-পথ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে পারবো, ইনশাল্লাহ।

সম্মানিত এলাকাবাসী,

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি অনেক চড়াই উৎরাই দেখেছি। অনেক মানুষের সাথে মিশেছি। আমার মনে হয়েছে সাধারণ মানুষরাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমি অকুণ্ঠ চিত্তে তাদের শ্রদ্ধা জানাই। এখানে যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। অনেকের পিতা, পিতামহের সাথে আমার পরিচয় ছিল। আমি সংসদের ডেপুটি স্পীকার, বিরোধী দলীয় উপ-নেতা, স্পীকার থাকা অবস্থায় আমার দরজা সবার জন্য খোলা ছিল। কিছু করতে পারি, বা না পারি সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারতাম। রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইচ্ছে করলেই আগের মতো যে কোনো সময় আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

তারপরও কেউ আমার সাথে দেখা করতে চাইলে যোগাযোগ করবেন, আমি চেষ্টা করবো, সময় বের করে যাতে দেখা করতে পারি, কথা বলতে পারি। আপনারা জানেন আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি। নীতির প্রশ্নে আপস করিনি। সব সময় এলাকার লোকজনের কথা ভেবেছি, তাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। আজ তাঁদের অনেকেই নেই, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আপনাদের সাথে মিলে-মিশে বাকি জীবন পার করে দিতে চাই। দেখতে চাই একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।

প্রিয় সুধী,

হাওড়-বাওড় নদী বেষ্টিত কিশোরগঞ্জ জেলার মানুষকে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই প্রকৃতির সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। এই এলাকার উন্নয়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলকে অবদান রাখতে হবে। যুগে যুগে অনেক নেতা, দেশপ্রেমিক ও মনীষী এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি আশা করি, তাঁদের ধারা অনুসরণ করে এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের সেবায় আপনারা এগিয়ে আসবেন। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে মানবতা ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য আমি বিত্তবান ও সামর্থবান লোকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই।

সম্মানিত এলাকাবাসী,

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় অর্থনৈতিক মুক্তির যুদ্ধ। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশের অর্থনীতি পূণর্গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেই যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা বিরোধীচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেই যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে দেয়নি। যুদ্ধ থেমে নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম চলছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে। প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তবতা। বৈশ্বিক নানা অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার অব্যাহত রেখেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে দারিদ্র্যের হার। মানুষের গড় আয়ুও বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে কর্মসংস্থান, মজুরি, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানিসহ অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ বাড়ছে। পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটা কম কথা নয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বব্যাপী 'রোল মডেল'। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।

আমাদের দায়িত্ব হবে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চর্চার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান ও অর্থবহ করা। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে।

সম্মানিত সুধীণ্ডলী,

এ অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান কটিয়াদি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ইতোমধ্যে ৭৫ বছর অতিক্রম করছে। শুরু থেকে যাঁদের প্রচেষ্টায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজকের এই পর্যায়ে এসেছে আমি তাদের সকলের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমি মনে করি বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে ভালো ফলাফলের জন্য নিজেদের প্রচেষ্টাই মুখ্য। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। জাতিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প গৃহীত হয়েছে; এর ফলাফল দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। কেবল বইয়ের কীট হয়ে ভালো ছাত্র হওয়া যায় না, ভালো ছাত্র হতে হলে মানবিক হতে হবে, দেশপ্রেম থাকতে হবে, সেইসাথে সৎ ও সাহসী হতে হবে। তা হলেই তোমরা সফলকাম হবে।

সম্মানিত এলাকাবাসী,

আজ আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করলেন এজন্য আমি আপনাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যতদিন বেঁচে থাকব, আপনাদের পাশে থাকব, দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবো। আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই, আপনাদের ভালোবাসাই আমার পরম পাওয়া। আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন-এই কামনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কটিয়াদি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

জনাব মোঃ আবদুল হামিদের ভাষণ

স্থানঃ কটিয়াদি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ

১০ অক্টোবর ২০১৭। সময়: বেলা ৩.০০ ঘটিকা।